গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
www.mora.gov.bd



স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৯৭

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ২৪২৭ / ১৩ জুন, ২০২০

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে লাল জোন হিসেবে ঘোষিত এলাকাসমূহের সর্বসাধারণকে ইবাদত/উপাসনা নিজ নিজ ঘরে পালনের নির্দেশ।

বিশ্বব্যাপি প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ ভয়াবহ মহামারী আকার ধারণ করায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৪৮ তারিখ ০৬ এপ্রিল ২০২০ এর মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনসাধারণের মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডাসহ অন্যান্য উপসনালয়ে সমবেত না হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ইবাদত/উপাসনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে স্মারক নম্বর ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৭৩ তারিখঃ ০৬ মে ২০২০ এর মাধ্যমে উক্ত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে মসজিদসমূহে সুস্থ মুসল্লীদের উপস্থিতিতে জামায়াতে নামাযের অনুমতি প্রদান করা হয়।

২। বর্তমান বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতি দ্রুত অবনতিশীল হচ্ছে এবং সংক্রমণ ও প্রাণহানির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোগের চলমান ঝুঁকি বিবেচনায় দেশের যে কোন ছোট বা বড় এলাকাকে লাল, হলুদ বা সবুজ জোন হিসেবে চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু এলাকায় প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের নিকট জোনিং ঘোষণার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। লালজোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করা হচ্ছে। উক্ত এলাকাসমূহে অধিবাসীগণকে স্ব স্ব বাসস্থান হতে বাইরে বের হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। গত ১২ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় লাল জোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বসাধারণের আগমন বন্ধ রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৩। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে লালজোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে সাধারণ জনসাধারণের মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডাসহ অন্যান্য উপসনালয়ে ইবাদত/উপাসনার বিষয়েনিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করা হলো:

১. ভয়ানক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে লালজোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে মসজিদের খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সকল মুসুল্লীকে সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে নামায আদায় এবং জুমআর জামায়াতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঘরে যোহরের নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

২. মসজিদে জামায়াত চালু রাখার প্রয়োজনে সম্মানিত খতিব,ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম মিলে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে অনধিক ৫ জন এবং জুমআর জামায়াতে অনধিক ১০ জন শরিক হতে পারবেন। জনস্বার্থে বাহিরের কোন মুসল্লী মসজিদের ভিতরে জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩. একই সাথে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্ব স্ব উপাসনালয়ে সমবেত না হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে উপাসনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৪. এ সময়ে সারাদেশে কোথাও ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল, তাবলীগি তালীম বা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যাবে না। সবাই ব্যক্তিগতভাবে তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর মাধ্যমে মহান আল্লাহর রহমত ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করবেন।

৫. অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণও এ সময়েকোন ধর্মীয় বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হতে পারবেন না।

৪। সকলধর্মের মূলনীতির আলোকে এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে এই নির্দেশনা জারি করা হলো। উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো। কোন প্রতিষ্ঠানে উক্ত সরকারি নির্দেশ লংঘিত হলে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ নির্দেশ জারি করা হলো।

১৩.০৬.২০২০

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৫৭৩৮
Email :
moragovbd@gmail.com

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল)
৩. উপ-মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (সকল রেঞ্জ)
৪. জেলা প্রশাসক (সকল)
৫. পুলিশ সুপার (সকল)

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৯৭

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ২৪২৭ / ১৩ জুন, ২০২০

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
৫. পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৬. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. সচিব..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
৮. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, (বিজ্ঞপ্তিটি সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ায় প্রচারের অনুরোধসহ)।
১১. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।
১৫. পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৯. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২০. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ সেবা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৫. পরিচালক/উপ-পরিচালক, সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২৬. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)
২৭. অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)
২৮. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৯. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৩০. সংশ্লিষ্ট নথি/ গার্ড ফাইল।

১৩.০৬.২০২০

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব